যুগান্তর

তারিখ ... JUL 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৪৩ কলাম ... ২ ...

রাজশাহীর কলেজগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ শুরু : এক আসনে ৪ শিক্ষার্থী

রাজশাহী ব্যুরো

শিক্ষা নগরী হিসেবে খ্যাত রাজশাহীতে শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযুদ্ধ। নগরী ও এর বাইরে উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর পদভারে নগরীর সরকারি কলেজগুলো এখন মুখরিত। নগরীতে সরকারি কলেজের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারী বেসরকারি কলেজের অভাব থাকায় সীমিত আসনের বিপরীতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি হওয়ার জন্য করতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, এর পাশাপাশি একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরাও। নগরীতে সরকারি কলেজ রয়েছে মাত্র ৫টি। দীর্ঘ দুই যুগ পার হলেও এখানে আর কোন নতুন কলেজ সরকারিকরণ করা হয়নি। এমনকি সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনকারী ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজে গত এক দশক থেকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ রয়েছে। এ ব্যাপারে রাজশাহী নগরবাসী এবং উত্তরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে রয়েছে চরম ক্ষোভ। কারণ রাজশাহী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে আসন সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। ফলে নগরীতে মাত্র ৪টি সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বর্তমানে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ৪টি সরকারি কলেজে আসন সংখ্যা ৩৯৫০টি। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১৯০০, মানবিক বিভাগে ১৩৫০ ও বাণিজ্য শাখায় ৭০০। অথচ ইতিমধ্যে এ আসনের বিপরীতে প্রায় ৪ গুণ অর্থাৎ ১৫ হাজার ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। এর ফলে একটি আসনের বিপরীতে ৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। এ মাসের মধ্যেই ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হবে বলে কলেজগুলো সূত্রে জানা গেছে। রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, এ কলেজে বর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ১১০০। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৬০০, মানবিক শাখায় ৩৫০ ও বাণিজ্যে ২৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ কলেজের ভর্তি ফরম গত এক সপ্তাহ থেকে বিতরণ শুরু হয়েছে। রোববার পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ফরম উত্তোলন করেছে শিক্ষার্থীরা। এছাড়া রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজে আসন সংখ্যা বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখা মিলিয়ে ৯০০। মহিলা সরকারি কলেজে রয়েছে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় ৯০০ আসন। তাছাড়া এ বছর নতুনভাবে যোগ হয়েছে মডেল স্কুল এন্ড কলেজ। এখানে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় ২৫০ জন করে এবং বাণিজ্য শাখায় ভর্তি করা হবে ১৫০ জন। এদিকে নগরীতে শিক্ষার্থীর তুলনায় কলেজে আসন সংখ্যা কম হওয়ার কারণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে লক্ষ্য করা গেছে ক্ষোভ। নগরীর লক্ষীপুর এলাকার একজন অভিভাবক ক্ষোভের সঙ্গে সাংবাদিকদের জানান, নগরীতে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি কলেজ গড়ে উঠলেও এগুলো মানসম্মত নয়। এখানকার অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বিগত বছরগুলোতে ভালো ফল করতে পারেনি।